জানুয়ারি ২০০৫ দশ টাকা

আনন্দমেলা

রোমাঞ্চকর রঙিন কমিক্‌স

মরুভূমির অভিশাপ

প্রথম কিস্তি

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের
জমজমাট উপন্যাস

গা ছমছম

জম্পেশ ভূতের গল্প
বাক্সভর্তি ভূত

এ ছাড়া আরও চারটি গল্প

- 'সঙ্গে থাকুক এই বছরটাই' প্রতিযোগিতায় কারা পেল পুরস্কার
- বর্ষসেরা রোনাল্ডিনহো

- হরেক রকম গাড়ির জাদুঘর
- পোষা বিড়ালের ক্লোনিং

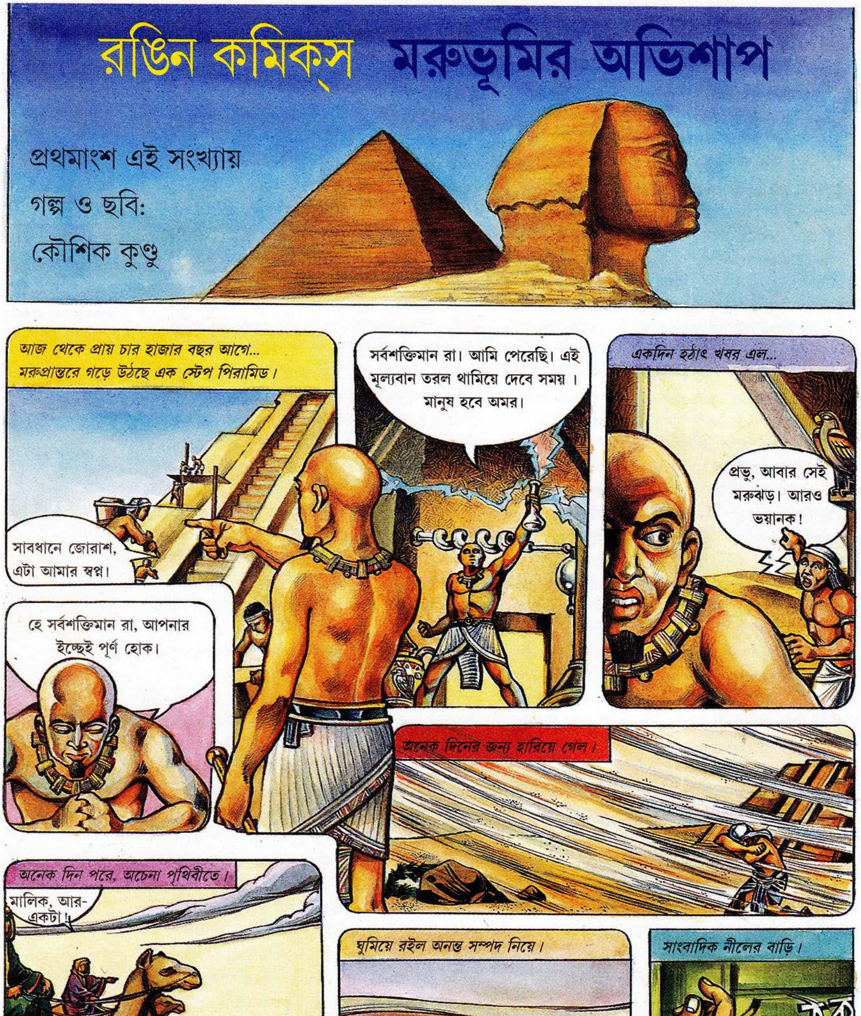
রঙিন কমিক্স
মরুভূমির অভিশাপ
প্রথমাংশ এই সংখ্যায়
গল্প ও ছবি:
কৌশিক কুণ্ডু
আজ থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে... মরুপ্রান্তরে গড়ে উঠছে এক স্টেপ পিরামিড।
সাবধানে জোরাশ, এটা আমার স্বপ্ন।
হে সর্বশক্তিমান রা, আপনার ইচ্ছেই পূর্ণ হোক।
সর্বশক্তিমান রা। আমি পেরেছি। এই মূল্যবান তরল থামিয়ে দেবে সময়। মানুষ হবে অমর।
একদিন হঠাৎ খবর এল...
প্রভু, আবার সেই মরুঝড়। আরও ভয়ানক!
অনেক দিনের জন্য হারিয়ে গেল।
অনেক দিন পরে, অচেনা পৃথিবীতে।
মালিক, আর-একটা!
ওতে কিছু নেই আবদেল।
ঘুমিয়ে রইল অনন্ত সম্পদ নিয়ে।
সাংবাদিক নীলের বাড়ি।
ঠক ঠক

আরে, যাচ্ছি রে বাপু।
দরজাটা বন্ধ করো। জলদি!
উঃ!
আরে প্রোফেসর গোমেজ, হঠাৎ! আপনার গবেষণা কদ্দুর?
আপনাকে উদ্বিগ্ন লাগছে প্রোফেসর! ব্যাপার কী?
বিপদ, ভীষণ বিপদ! যে-কোনও সময় খুন হয়ে যেতে পারি!
সে কী!
ভাই জগবন্ধু, তুমি কি জানলার পরদাগুলো একটু টেনে দেবে?
ব্যাপারটা গোলমেলে। বলো তো, মানুষ আবহমানকাল কিসের আকাঙ্ক্ষা করে এসেছে? অমরত্ব, তাই না? নিজেকে আর তার প্রিয় জিনিসগুলোকে মানুষ ফুরিয়ে যেতে দিতে চায় না।
লাট্টু, প্রোফেসরের প্রিয় পোষ্য
দুর্ধর্ষ চেঙ্গিস খান
কিংবা তরুণ গ্রিক বিশ্বজয়ী, সবাই কিন্তু সময়ের কাছে পরাজিত।
কো-ইনসিডেন্ট বলতে পারো। আমার গবেষণার বিষয়টাও একই।
বলেন কী প্রোফেসর, আজকের দিনে অমরত্বের কি কোনও প্রাসঙ্গিকতা আছে?
আছে।

আদিম মানুষ মৃত্যুর কাছে যেমন অসহায় ছিল, আধুনিক মানুষও তাই।
কিন্তু প্রোফেসর, জগৎ স্থায়ী আর মানুষ নশ্বর, তাই না!
ভুল বললে, ব্রহ্মাণ্ডেরও মৃত্যু আছে।
আমার প্রত্নতাত্ত্বিক বন্ধু কার্ল তখন মিশরে। হঠাৎ...
পাবলো, তাড়াতাড়ি এসো। একটা পুরনো প্যাপিরাস লিপি পেয়েছি। এটা অবিশ্বাস্য!
তুমি ঠিক হয়ে যাবে কার্ল!
জানি, হব না। ওটা অভিশপ্ত। কেন যে তোমাকে দিলাম!
ওটাকে নিয়ে গেলাম প্রখ্যাত হিয়েরোগ্লিফিক ভাষাবিদ হিগিন্সের কাছে, পাঠোদ্ধারের জন্য।
কবে আসব?
নেক্সট উইকে আসুন।
?!
প্রোফেসরকে দেখে অভুক্ত মনে হচ্ছে!
মাফ চাইছি প্রোফেসর! এখনই আসছি।
রঘুদা, প্রোফেসরের জন্য কিছু খাবার আনো।
এখনই আনছি।

ওটা কী প্রোফেসর?
সোনার চাবিকাঠি হে! বড় ঝামেলার জিনিস!
প্রোফেসর কি একটানা কোনও গরমের দেশে ছিলেন? অনেকটা তামাটে হয়ে গেছেন!
ঠিক।
অনুবাদটা দেখে আমার চক্ষুস্থির! এটা চার হাজার বছর আগের এক মিশরের পণ্ডিতের লেখা, যিনি ছিলেন ফারাওয়ের নিজের ভাই, আম-এন-আটন।
??
কার্ল এটা পেয়েছে একটা স্টেপ পিরামিডের ভগ্নস্তূপ থেকে। ভাবছি, এঁর লেখাটা যদি সত্যি হয়!
আর দেরি করা যাবে না। নেক্সট ফ্লাইটটা পেয়ে যাব।
তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে পড়লাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কায়রো যেতে হবে। তারপর...
Check in information
মরুশহরে পৌঁছে তার করে দিলাম আমার ল্যাবরেটরির সরঞ্জামের এজেন্ট পিয়ের্দাকে। আর আমি ভাবছিলাম...
এখানেই কোথাও আছে সেই অমূল্য ভাণ্ডার!
হোটেলের লাউঞ্জে বসে কফি খাচ্ছি। সামনে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিলনদ। হঠাৎ...
আরে বুড়ো ওস্তাদ!
তোমার তার পেয়েছি। লিস্টিও সব হয়ে যাবে। মরুভূমিতে ল্যাবরেটরি বানাবে নাকি? হাঃ হাঃ হাঃ!
জিনিস তো রেডি! কিন্তু যাবে কোথায়?
আমার ম্যাপ আছে। কিন্তু তোমাকেই পৌঁছে দিতে হবে।
ম্যাপ অনুযায়ী কাছাকাছিই। আরে ওই তো!

ক্কে? কে ওখানে?
পরদার আড়ালে?
চিন্তা নেই প্রোফেসর! ও রঘুদা। আপনার প্রাতরাশ এনেছে।
ধন্যবাদ। খাওয়াটাওয়াও তেমন...সব সময় আতঙ্ক! এর মধ্যে স্ত্রী মারা গেলেন।
সেই প্রাচীন কক্ষের ভিতরেই আবার এক্সপেরিমেন্ট করব। আশ্চর্য! সরঞ্জামগুলো ঠিকই আছে!
ওহ্ ঈশ্বর! এ কী, ভুল করলাম আমি!
এর পর থেকেই এক রহস্যময় আতঙ্ক আমার পিছনে তাড়া করে ফিরছে...
আসলে এসব বলতে আমি আসিনি। তুমি তো জানো...
আমার মেয়ে পিটি। আমার এই দুর্ভাগ্যের ভাগীদার করে তাকে আর রাখতে চাই না। তাই...
তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি এক নির্জন শৈলশহরের হস্টেলে।

আমি দুঃখিত। কিন্তু কীভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি?
সেরেছে
মৃত্যুর এক করাল ছায়া সারাক্ষণ আমার পাশে-পাশে। যে-কোনও সময় সে গ্রাস করবে আমাকে!
তোমাকে আমাদের ফ্যামিলি-ফ্রেন্ড বলেই মনে করি। তাই আমার কিছু হলে ওকে কোনও নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেবে। দরকার হলে ওর মায়ের দেশ কানাডায়ও! আর সেইসঙ্গে...
চেষ্টা করে দেখতে পার, রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় কি না! প্যাপিরাস নথি, ম্যাপ আর ওই সোনার চাকতিটা রেখে গেলাম। এবার আমি যাব।
আমি আপনাকে বের করে দিচ্ছি প্রোফেসর।
পিছনের দরজাটা কিছুটা নিরাপদ।
কিন্তু প্রোফেসর, আপনি বলেননি আপনার শত্রু কে?
শুনলেও কি বুঝবে?
তবে শোনো। আমাকে যে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চায়, তার নাম প্রোফেসর পা-ব-লো গো-মে-জ।
বিদায় বন্ধুরা!
?!

প্রোফেসরের কথাবার্তা কেমন যেন লাগছে, না?
তবে উনি যে খুব বিচলিত সেটা বোঝা যাচ্ছে। উনি আমাদের উপর নির্ভর করছেন।
আবার কে এল?
কে ভাই? প্রোফেসরকে চাই?
প্রোফেসরকে আপনার কী দরকার?
ওঁর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। আমাদের গাড়িতেই ফিরবেন।
আপনার ভুল হচ্ছে ভাই। উনি তো আজ আসেননি!
সে কী! ওঁকে এখানেই আসতে দেখলাম যেন! মাফ করবেন।
এটা কী করলি নীল! বেচারা ড্রাইভার ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিল!
ব্যাপারটা অত সরল নয় জগাদা। ওর পোশাকটা দেখেছ? আর জুতোটা? লোকটা এখানকারই নয়। আর এটাও ভেবে দ্যাখো, একজন ড্রাইভারের পক্ষে যাত্রীর পরিচয় জানাটা কতটা স্বাভাবিক। দাঁড়াও, জানলায় দেখছি।
যা ভেবেছি। লোকগুলোর কাছে আর্মস আছে! আর ওরা প্রোফেসরকে খুঁজছে, ভাল উদ্দেশ্যে মোটেই নয়। প্রোফেসরের বেশ বিপদ দেখছি। এখন বুঝেছ জগাদা, কেন ওদের প্রোফেসরের হদিশ দিইনি?

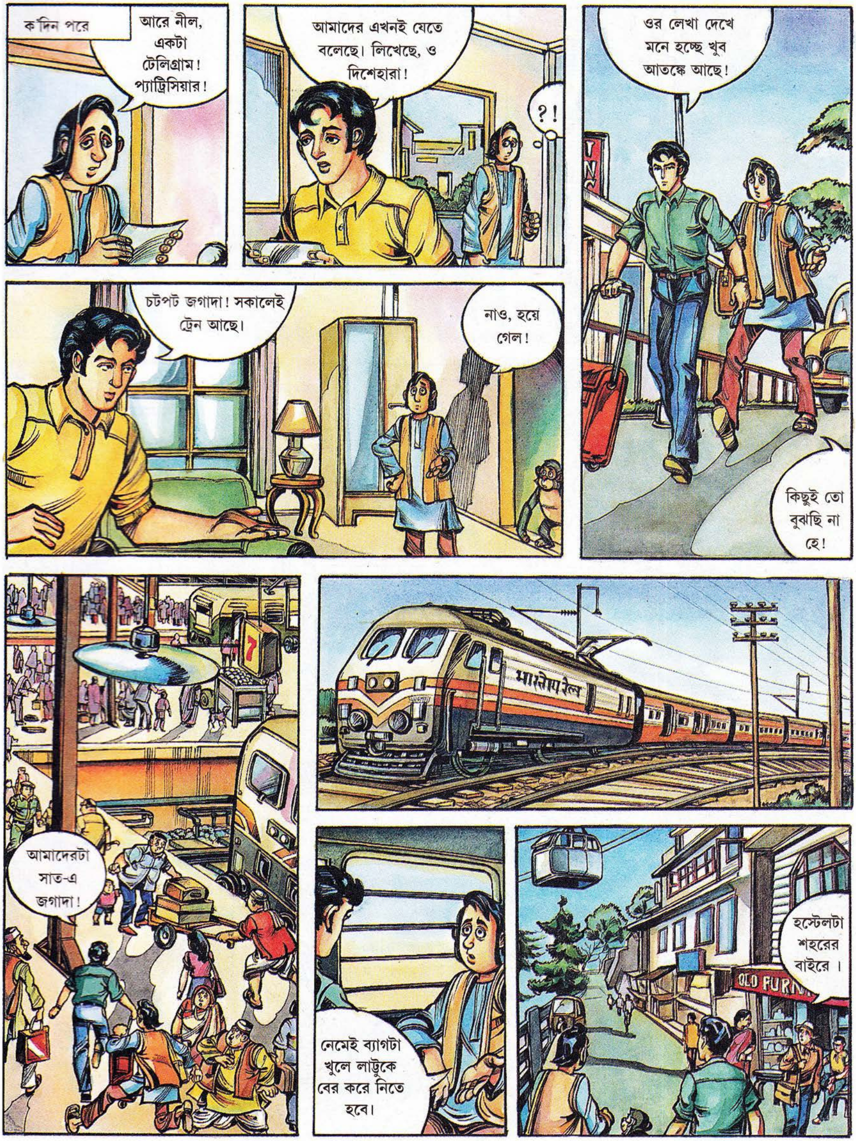
ক'দিন পরে
আরে নীল, একটা টেলিগ্রাম! প্যাট্রিসিয়ার!
আমাদের এখনই যেতে বলেছে। লিখেছে, ও দিশেহারা!
?!
ওর লেখা দেখে মনে হচ্ছে খুব আতঙ্কে আছে!
চটপট জগাদা! সকালেই ট্রেন আছে।
নাও, হয়ে গেল!
কিছুই তো বুঝছি না হে!
আমাদেরটা সাত-এ জগাদা!
নেমেই ব্যাগটা খুলে লাটুকে বের করে নিতে হবে।
হস্টেলটা শহরের বাইরে।

এই তো হস্টেলটা পেয়েছি।
ফ-র-র
আরে দরোয়ানজি! উঠিয়ে।
দাঁড়াও, তোমার পাহারার নমুনাটা একবার সুপারিন্টেনডেন্টকে জানিয়ে আসি!
ঘ-র-র-র
কৌন হ্যায়? তোর দেঙ্গে।
আরে ভাই, শোনোই না।
ইয়ে বাত হ্যায়। পহলে বাতানা চাহিয়ে যানা! পিটি মেমসাব? থার্ড ফ্লোর চলা যাইয়ে। চৌথা কামরা।
এদিকে জগবন্ধু...
এই তো পেয়েছি!
ব্যাপারটা ঠিক কী বলো তো? এদিকে প্রোফেসর...
হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই জন্যই তো! হতভম্ব হয়ে গেছি!
এই যে প্যাট্রিসিয়া।
ওহ্ নীল! জানতাম, আসবে।
যাই, ঘুরে আসি।
কিন্তু জগাদা কোথায় গেল?
বাইরে গোলমাল হচ্ছে না?
জগাদা এল ঠিকই, তবে...
একে আমার অফিসের সামনে ধরেছি। ওর মুখে তোমার নামটা শুনে...
ভুল হচ্ছে ম্যাডাম। উনি আসলে আমার গেস্ট। আমার কাছেই আসছিলেন।

সরি জগাদা! আমার জন্য এসে তোমায় হেনস্থা হতে হল। আসলে...
ওসব থাক। আমরা কেন এসেছি সেটাই আগে বলো।
ওহ্, সেটা একটা দুঃস্বপ্নের মতো। সেই ঘটনার পর থেকে অজানা আতঙ্কে রাতে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না!
অসম্ভব! ওই ভয়ানক সুপার থাকাকালীন ভয় একটা আছেই। তবে সেটা বাইরের লোকদের!
?!
না-না, ঠিক তা নয়। ম্যাডাম খুবই ভাল। তবে ওঁর খুব ভূতের ভয়, তাই রাতে হস্টেলে থাকেন না। আর...
সেদিন ছিল দুর্যোগের রাত! বাবার জন্য চিন্তায় ঘুম আসছিল না।
এ-ই-ই
কে, কে ওখানে?
হঠাৎ শার্শির ওপাশে দেখলাম একটা মানুষের ছায়া!
তার হাতে একটা ধারালো ছোরা, সেটা দিয়ে সে...

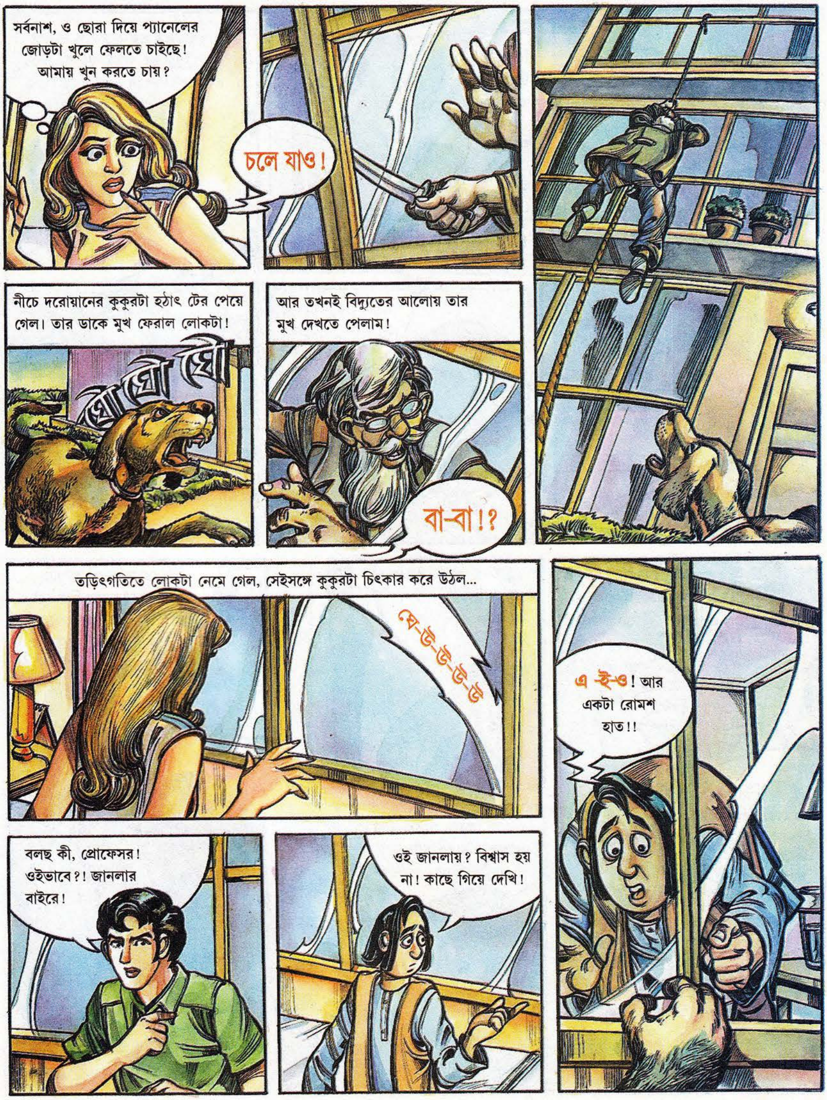

সর্বনাশ, ও ছোরা দিয়ে প্যানেলের জোড়টা খুলে ফেলতে চাইছে! আমায় খুন করতে চায়?
চলে যাও!
নীচে দরোয়ানের কুকুরটা হঠাৎ টের পেয়ে গেল। তার ডাকে মুখ ফেরাল লোকটা!
ঘ্রোঁ ঘ্রোঁ ঘ্রোঁ
আর তখনই বিদ্যুতের আলোয় তার মুখ দেখতে পেলাম!
বা-বা!?
তড়িৎগতিতে লোকটা নেমে গেল, সেইসঙ্গে কুকুরটা চিৎকার করে উঠল...
ঘে-উ-উ-উ-উ
বলছ কী, প্রোফেসর! ওইভাবে?! জানলার বাইরে!
ওই জানলায়? বিশ্বাস হয় না! কাছে গিয়ে দেখি!
এ ই-ও! আর একটা রোমশ হাত!!

ওরে বাবা, খেয়ে ফেললে রে!
আরে লাট্টু! তুই জানলার ওপাশে গেলি কীভাবে?
শিগগির উপরে উঠে আয় দস্যি কোথাকার!
আরে, একটু বেড়িয়ে এলাম তো চ্যাঁচানোর কী আছে?
বাস রে, এই সরু কারনিসে দাঁড়াতে গেলে লাট্টুকেও যথেষ্ট বাহাদুরি দিতে হয়। প্রোফেসরের মতো বয়স্ক লোক ওই জায়গায় কীভাবে দাঁড়াতে পারলেন, ভাবতেই পারছি না!
আর একটা ব্যাপার, সকালে কুকুরটার মৃতদেহ আর রক্তাক্ত এই ছোরাটা নীচে পাওয়া গেছে!
এই অস্ত্রটা মারাত্মক! এর হাতলে মিশরীয় সূর্যদেবতা আমন-রা-এর প্রতীক খোদাই করা আছে!
প্যাট্রিসিয়া, কাছেই আমাদের একটা কাজ আছে। সেটা সেরে কাল রাতে আমরা আসছি, তখনই...
কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে। লোকাল থানায়ও আমি জানিয়ে রাখছি কেমন? বিদায়।
এ তো সর্বনেশে ব্যাপার! প্রোফেসরের মাথার ঠিক নেই। অস্ত্র বলতে তোমার পেন আর আমার এই ক্যামেরাটা!

পণ্ডিত গন্ধর্বকুমার-এর সাক্ষাৎকার নিতে হবে।
জানি রে।
পুরনো মহল্লায় যেতে হবে। টাঙা নিই?
অ্যাই নীল, সামনে কে দ্যাখ!
প্রো-ফে-স-র!
সোজা আমাদের দিকেই আসছেন!
আরে প্রোফেসর!
?!
দাঁড়ান মশাই! আপনি...
থামো জগাদা, উনি আনাদের চিনতেই পারেননি!
আশ্চর্য লোক তো!
ফলো হিম। হারিয়ে না যায়!
আশ্চর্যই বটে, চিনতেই পারলেন না। কোথায় যাচ্ছেন উনি?
একটা ঘিঞ্জি গলিতে—

বেশ! তারপর—
এখানে ওঁর কী কাজ থাকতে পারে!
একটা ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে উঠছেন!
আরে বান্দরটা ইধারে কী করছে?
এ লোকটা আবার কে?
কাম হাসিল মালেক। পাশপোর্ট ভি রেডি।
আরে বেওকুফ, ভাগ হিয়াসে!
ওকে বন্দি করে রাখো কালীকোঠিতে। আর বাজে মালগুলোর সঙ্গে চালান করে দাও কোথায় তা তো জানোই। হাঃ হাঃ হাঃ।

হুকুম আছে, কাউকে দেখলেই খবর করতে হবে।
নীচে একটা বান্দর হুজুর! সিঁড়ির নীচে।
এই সুযোগ। এবার পালাতে হবে।
কোনও আরশিটারশি দেখিসনি তো রে? হাঃ হাঃ হাঃ।
লাট্টু, উঠিস না, চল।
প্রোফেসর কামড়ে দেননি তো?
সত্যিই, প্রোফেসরের পরিবর্তনটা রহস্যময়!
গুন্ডাদলের নেতা হয়েছেন উনি!

আমরা পণ্ডিত গন্ধর্বকুমারের সঙ্গে দেখা করতে চাই।
অসম্ভব, উনি কারও সঙ্গে দেখা করেন না।
কিন্তু আমাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে যে!
সাংবাদিক নীল! উনি আপনাদের অপেক্ষায় আছেন
আমি রাগানন্দ, গুরুজির সেবক। হেঁ, হেঁ।
?!
আমার সঙ্গে আসুন।
এদিক দিয়ে অনুগ্রহ করে, হেঁ, হেঁ।
?!
উনি যোগনিদ্রায় আছেন, হেঁ, হেঁ।
যোগ নয়, খাঁটি নিদ্রা এটা!
ঘররররর
বাপ রে, এ যে কাশীপুর গান অ্যান্ড শেল—
দারুণ শট হবে, শুধু একটু সেট করে নিই।
খ-ব-র-দা-র!
ছোঁবেন না!

খবরদার, ছোঁবেন না বলছি!
সর্বনাশ! বিপজ্জনক নাকি মশাই, অ্যাঁ!
দিব্যি ছবি হত মশাই! সার বাঁধা কামানের মতো এ-ও একরকম GUN বাজনার ছবি।
রাখুন আপনার ছবি। এইসব যন্তর দিয়ে গুরুজি রাতের রেওয়াজ সারেন। গান শুনতে জিন আর পরিরা নেমে আসে!
দিনে ওসব ছোঁওয়া মানা! দাঁড়ান, কেউ আসছে। ওহো, আপনাদের কপাল ভাল মশাই। আজ এখানে আর-এক বিখ্যাত গুণী মানুষের আসার কথা।
ধুপ ধাপ
আসছেন তবলার জাদুকর ওস্তাদ ফকির হুসেন।
আপনার সঙ্গে বাজাব পণ্ডিতজি।
আমার সৌভাগ্য। আসুন ওস্তাদজি।
নীলবাবু, আমাদের যুগলবন্দি খুব কম লোকই শুনতে পায়! ওস্তাদজি তৈয়ার?
হাঁ, পণ্ডিতজি। আবু, আমার বাঁয়াটা বের করো।
অনেক ধন্যবাদ, পণ্ডিতজি। এবার শোনা যাক।
জি মালেক।
ই-ই-ই, ভিতরে কেউ আঁচড়ে দিল!
ফ্যাঁশ-শ-শ
তাজ্জব, ওস্তাদজির পোষা বিল্লিটা ইধার কাঁহাসে আয়া!
ম্যাঁ-ও-ও-ও
!?!
আরে গুলাবি! এই ব্যাগে! ইঁদুর ধরতে ঢুকেছিলি? আজ ফের আমার রেওয়াজ শুনে তোর মেজাজ বিগড়েছে।

তোমার বরাত ভাল ফোটোবাবু, ওস্তাদজির সঙ্গীত শুনতে আশমান থেকে জিন-পরিরাও নেমে আসে।
বেশ, বেশ। রূপকথার পরি নেমে আসবে! মন্দ নয় তো! এই তালে পরি-দর্শনটাও হয়ে যাবে!
তেরে তাক তুম তানা-আ-আ-আ
এখন পর্যন্ত বেশ নরম সুরেই চলছে!
কী করব বলো কারনিসে-কারনিসে ঘোরাটা আমার একটা বদ অভ্যাস। কিন্তু চারদিকটা এত থমথমে কেন!
তুম-না-না-না
ধুপ
ধাপ্
আঁক
আ-ইইই, পড়ে যাচ্ছি!

আ- না- না
ওহে নীল ভাইটি, বাঁচতে চাইলে পালা!
তা- না- না
এটা গান জগাদা! স্টেনগান না মেশিনগান!
গলা তো নয়, যেন গোলা! বফর্সের চেয়েও FORCE-FULL!
আর বাজনা? এমন বাজপড়া বাজনা কোনওদিন শুনেছ?
রাগানন্দ তো রাগ করে ধ্যানস্থ হয়ে পড়েছে! আমরাও কেটে পড়ি।
চলো জগাদা, বরং হস্টেলে ফিরে যাওয়ার ট্রেন ধরি।
প্রোফেসরের মাথা ঠিক নেই! আজগুবি সব গপ্পো ঝাড়ছেন!
এর মধ্যে কী হল দ্যাখো আবার!
আরে, সামনের ওই লোকটার কাগজে কী লেখা? সর্বনাশ!
ও আমার দিকে গুড়ি মেরে ঝুঁকে আসছে কেন?
প্রোফেসরের আশঙ্কা তা হলে সত্যি প্রমাণিত হল! এর হাত থেকেই খবরটা দেখে নিই! নীল দেখলে...!
প্রো-ফে-স-র গোমেজ- অপহৃত!

আরে, ওফ্‌স!
ধপাত
চমক
ইক, গেছিরে!
ট্রেনটা আচমকা ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ছেড়ে দেওয়ায় সামনের যাত্রীর গরম চা ছিটকে এসে পড়ল জগাদার মুখে।
ইস, আমার চা...!
এই-না-না-না, পুড়ে গেলাম!
এই যে, গুঁতনো ষাঁড়! লোকের পেটে না ঢুসিয়ে নিজের সিটে চুপসে বসো। এইও চা দাও।
এই নিন।
ধ্যাততেরিকা, ট্রেনটা ছেড়ে দিয়েছে!
পুঁ-উ-উ
এটা কী হল মশাই, নিরীহ ভদ্র বেচারার মুখটা এভাবে পুড়িয়ে দেওয়া...উ-হু-হু!
প্রোফেসর এটাই ভাবছিলেন। কারা ওঁকে অপহরণ করল!
আরে, এই মোটরসাইকেল আরোহীকে কোথায় যেন দেখেছি!

আরে, এই লোকটাকেই তো প্রোফেসরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে দেখেছি! এখানে এ কী করছিল!
জগাদা শিগগির, এ সম্ভবত উপরে গিয়েছিল! প্রোফেসরের অন্তর্ধানে নিশ্চয়ই এদের হাত আছে! প্যাট্রিসিয়ার ঘরে চলো জলদি।
প্যাট্রিসিয়ার কী হয়েছে?
এই চিঠিটা আবার কার?
একজন লোক এইমাত্র দিয়ে গেল! এটায় আমার প্রতি একটা অদ্ভুত নির্দেশ আছে! দ্যাখো!
প্রোফেসর আমাদের হাতে বন্দি। যদি বাঁচতে চাও তবে টাকা নিয়ে কায়রো থেকে দূরে সম্রাটদের পুরনো সমাধিভূমিতে চলে এসো। ওই দুটো টিকটিকিকে সঙ্গে আনবে না! হুম, টিকটিকি মানে আমরা, কিন্তু এরা কারা?
সরি, নীল। তোমাকে ধন্যবাদ। কিন্তু আমাকে একাই যেতে হবে।
প্রোফেসর এদেরই আশঙ্কা করেছিলেন। আর এদের হাত থেকে তোমাকে নিরাপদে রাখার জন্য আমাদের অনুরোধ করেছিলেন। প্রোফেসরকে উদ্ধার করতেই হবে।
কিন্তু কীভাবে নীল?
ভুল কোরো না প্যাট্রিসিয়া, শত্রুকে কখনও ছোট করতে নেই। এরা নটোরিয়াস গ্যাং! আমরা আলাদা যেতে পারি, তাতে ওরা সন্দেহ করবে না।

এই গাইডবুকে ওখানকার রুট আর হোটেলগুলোর নাম পাবে। তুমি কালই চলে যাও। ওখানে 'হোটেল পিরামিড'-এ থাকবে তুমি। আমরা আসছি তিনদিন পর, সতেরো তারিখে। ওখানেই আমরা পরবর্তী প্ল্যানটা তৈরি করব, কেমন?
সবই বুঝলাম। কিন্তু ভয় হচ্ছে, ওরা যদি জানতে পারে?
সবার সামনে আমরা পরস্পরকে চিনব না। ওরা তোমাকে লক্ষ করবে। ফলে আমরা ওদের আইডেন্টিফাই করতে পারব। কোনও প্রবলেম হলে পুলিশকে জানাবে।
প্যাট্রিসিয়া চলে গেছে। ক'দিন পর নীল ও জগাদাও কায়রোর পথে।
Indian Airlines
লাট্টু, নেমেই তোকে এটা থেকে বের করে নেব।
ইয়াপ!
এই যে মিস্টার জগবন্ধু, এটা আমার ফার্স্ট ফ্লাইট। কাইন্ডলি আপনার সিটটা যদি আমার সঙ্গে এক্সচেঞ্জ করেন। হেঁ হেঁ।
অবশ্যই না।
আপনার সিট নং সিক্সটি ফাইভ।
?!
ধন্যবাদ!

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্‌স মরুভূমির অভিশাপ চতুর্থ কিস্তি এই সংখ্যায় গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

HOTEL PYRAMID
মিস প্যাট্রিসিয়া গোমেজের সঙ্গে দেখা করব।
আমি লেজারটা দেখছি।
আমি দুঃখিত মিস্টার নীল। উনি কালই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন!
এটা অসম্ভব! আমরা ওর সঙ্গে দেখা করার জন্যই এসেছি!
?!
বোঝার চেষ্টা করুন, ও এভাবে যেতে পারে না!
আমরা নিরুপায়। যে-কোনও বোর্ডারই বিল মিটিয়ে চলে যেতে পারেন। খালিদ সাহেবকে রুম দেখাও।
কিছু বুঝছ জগাদা?
কে আড়ি পাতছিল খালিদ? শিগগির ফিরে এসো!
মনে হচ্ছে, যাদের খুঁজছি, তারাই প্যাট্রিসিয়াকে সরিয়ে ফেলেছে। দরজায় কে?

চর? বেশ, আমি কমপ্লেন করব।
না, না সাহেব, আমি আসলে জানতে চাইছিলাম আপনারা সত্যিই ভাল লোক কি না? অথবা ওদের মতো যারা পিটি মেমসাহেবের সঙ্গে ঝামেলা করেছিল...
তোমাকে বিশ্বাস করছি খালিদ। আমরা ওর দোস্ত। এবার বলো, কী করা যায়?
আমি গরিব আদমি সাহেব, সুদানের লোক। কিন্তু সাচ্চা আদমি।
এই রুমেই মেমসাহেব ছিলেন। দুশমনগুলো ওঁকে নজরে রাখত। এই নিয়ে একদিন খুব ঝগড়াও হল। ওরা শাসাল, ওঁকে দেখে নেবে। একদিন মেমসাহেব গায়েব হয়ে গেলেন। দুশমনগুলো ওঁর হদিশ পায়নি। আমি দেখেছি ওদের হন্যে হয়ে খুঁজতে।
সত্যি বলছ খালিদ?
মেমসাহেব ঠিক আছেন সাহেব। আমি বলি, কনডাক্টেড টুরে একটু ঘুরে আসুন। তবে, হুঁশিয়ার থাকবেন।
বেশ, তাই হবে।
আমরা এয়ারপোর্ট থেকে বাস পেয়ে যাব। ওখান থেকে গিজায়।
নীল, ওই দ্যাখো, খুফুর গ্রেট পিরামিড!
বস, ওরা তো বেরিয়েছে।
ফাইন, কী করতে হবে জানোই তো!

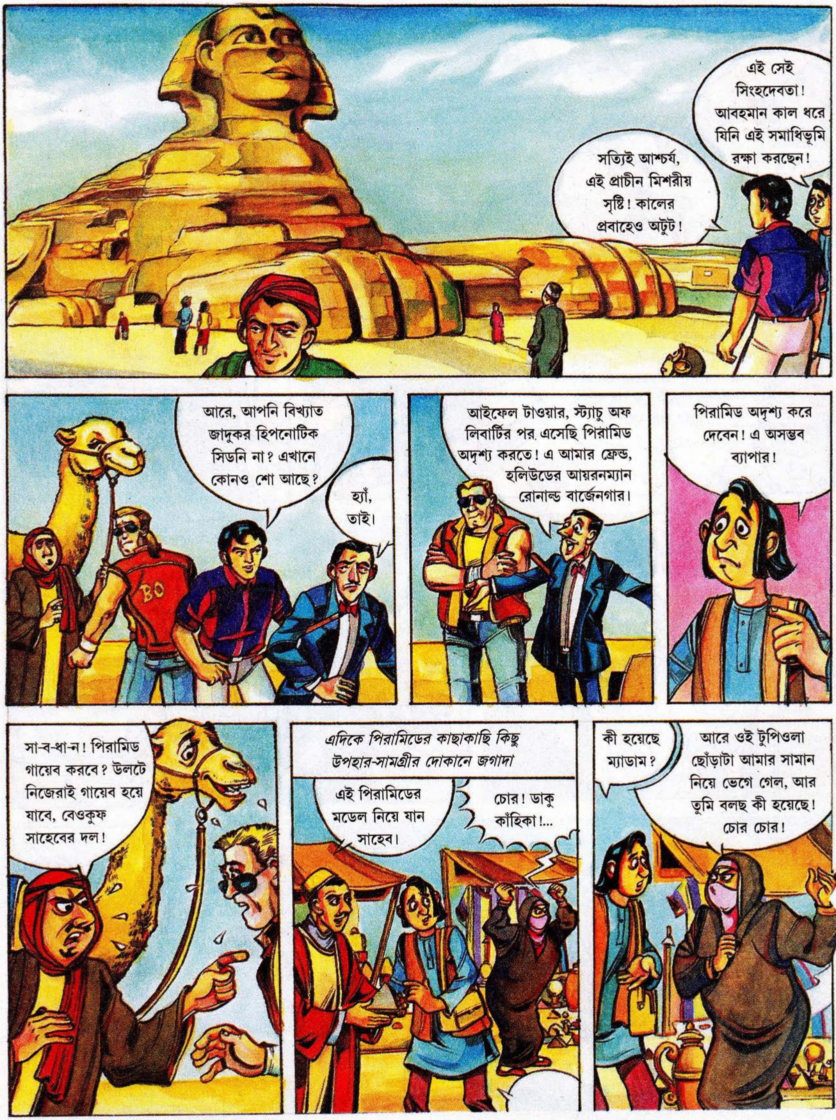
এই সেই সিংহদেবতা! আবহমান কাল ধরে যিনি এই সমাধিভূমি রক্ষা করছেন!
সত্যিই আশ্চর্য, এই প্রাচীন মিশরীয় সৃষ্টি! কালের প্রবাহেও অটুট!
আরে, আপনি বিখ্যাত জাদুকর হিপনোটিক সিডনি না? এখানে কোনও শো আছে?
হ্যাঁ, তাই।
আইফেল টাওয়ার, স্ট্যাচু অফ লিবার্টির পর এসেছি পিরামিড অদৃশ্য করতে! এ আমার ফ্রেন্ড, হলিউডের আয়রনম্যান রোনাল্ড বার্জেনগার।
পিরামিড অদৃশ্য করে দেবেন! এ অসম্ভব ব্যাপার!
সা-ব-ধা-ন! পিরামিড গায়েব করবে? উলটে নিজেরাই গায়েব হয়ে যাবে, বেওকুফ সাহেবের দল!
এদিকে পিরামিডের কাছাকাছি কিছু উপহার-সামগ্রীর দোকানে জগাদা
এই পিরামিডের মডেল নিয়ে যান সাহেব।
চোর! ডাকু কাঁহিকা!...
কী হয়েছে ম্যাডাম?
আরে ওই টুপিওলা ছোঁড়াটা আমার সামান নিয়ে ভেগে গেল, আর তুমি বলছ কী হয়েছে! চোর চোর!

বেশ, আমি দোকান দেখছি ম্যাডাম। আপনি ওকে ধরুন গিয়ে।
?!?
আচ্ছা মজা! সেই সুযোগে তুমি বাকি জিনিসগুলো নিয়ে চম্পট দাও, কেমন!
তুমিই যাও না ভালমানুষ। ওই তো পালাচ্ছে টুপিপরা ঢ্যাঙা ছোকরাটা।
বেশ, বেশ। আমিই যাচ্ছি না হয়।
টুপিওলা...ঢ্যাঙা লোক...পেয়েছি মনে হচ্ছে।
উফ!
পেয়েছি রে তোকে, তস্কর কোথাকার!
ওঁক!
এ কী! এ যে...সরি ম্যাডাম। উফ।
টুরিস্টের সঙ্গে অসভ্যতা! এই নাও তোমার পাওনা।
পরে, আসওয়ানের বাজারে।
পকেটমার!
ছেড়ে দিন ওকে। ছেলেটা নির্দোষ।
মার, মার!
এই দেখুন আমার পার্স! দোহাই ওকে ছেড়ে দিন আপনারা।
শুনব না!

আপনি যখন বলছেন তখন ওকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু এরকম চললে কোনও টুরিস্ট আর এখানে আসবে না!
আমি শপথ করে বলছি, ছেলেটা নির্দোষ!
ধন্যবাদ সাহিব। আমি আলি। আপনি না বাঁচালে চোর ভেবে আজ ওরা আমাকে মেরেই ফেলত!
বেশ আলি, তুমি তো গাইডের কাজ করো! আবার কার্পেট কারখানায়?
তাজা সবজি
আব্বাও গাইডের কাজ করত। আমার আম্মির চোখের অসুখ। সারাতে অনেক টাকা দরকার। এখান থেকে অনেকটা দূরে লাকসার-এ আমার বাড়ি। যাবেন সাহিব?
আমাদের গাঁয়ে চলুন সাহিব। আমার খুব ভাল লাগবে। আর, আপনি যা খুঁজছেন তার হদিশও হয়তো দিতে পারি!
আমি কী খুঁজছি জানো তুমি?
Canon
জানি না। কিন্তু আন্দাজ করতে পারছি। কোনও আদমিকে খুঁজছেন!

যেখানেই গেছি জনতার ভিড়ে আপনার চোখ যেন কাকে খুঁজছে, আমি দেখেছি।
বেশ, তবে চলো।
সবাই পিরামিড দ্যাখে। কিন্তু আদত মিশর দেখতে গেলে গাঁয়ে যেতে হবে। যেমন, লাকসারের কাছে আমাদের গাঁয়ে।
তোমাদের গ্রাম সুন্দর, আলি।
আরে আলি, যব তুলছি। হাত লাগা।
আসব রে, কাল। আজ আমার মেহমান এসেছেন।
দারুণ তো!
এখানে এটাই নিয়ম!
আম্মা খোলো, কে এসেছে দ্যাখো!
সালাম মা, অনেক দূর থেকে এসেছি।
এই ভাইজান আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছেন, আম্মা।

ওপরওলা তোমার ভাল করুন বেটা। তুমি ওর বড়ভাই হলে!
আমি কিছু খাবার আনছি আম্মা।
আলি ভাল ছেলে! কিন্তু তুমি কী দেখাবে বলছিলে?
কিছু খেয়ে নিন সাহিব, আনছি।
এটা তো সূর্যদেবতার রাজদণ্ড!
এটা আমার আব্বা পেয়েছিল কোনও পুরনো ভগ্নস্তূপ থেকে।
এটার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে গেলে এর জায়গায় এটাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। দেখুন, এটা টেলিস্কোপিক!
এই নকশাটা আবার কিসের?
আব্বা বানিয়েছিল। মরুঝড়ে নিশানাগুলো ঢাকা পড়ায় রাজদণ্ডটার কোনও হদিশ পাইনি।
কিন্তু আলি, আমরা যেজন্য এখানে...
এবার সেখানেই যাচ্ছি সাহিব।
বাবা, বাবা বেন বাড়ি আছ?
আজব জানোয়ার!
আরে আলি, জালানের বেটা না? আয়, আয়!
সালাম, বাবা বেন। ভাবলাম তুমি বাড়ি নেই।

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্‌স্ **মরুভূমির অভিশাপ** পঞ্চম কিস্তি এই সংখ্যায় গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

এসব তুই বিশ্বাস করিস নীল? বুড়োর প্রলাপ ছাড়া এ আর কিছুই নয়!
আমার ক্যামেরা দিয়ে যা দেখি না, তা বিশ্বাস করি না।
তবে ওই দানোটানো নিয়ে একটু চিন্তায় আছি!
সত্যি বলতে কী, এই মুহূর্তে...
আমার মনটা কোনও এক আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত!
খালিদ, কী হয়েছে?
সর্বনাশ, এফেন্দি চুরি!
আপনার রুমের লকটা খোলা! ভিতরে এসে দেখি, এই অবস্থা।
সর্বনাশ, সব জিনিস লন্ডভন্ড!
জিনিসপত্র তছনছ করে কেউ কিছু খুঁজেছে!
যাক, ক্যামেরাটা ছোঁয়নি!
কী খুঁজেছে মনে হয় আন্দাজ করতে পারছি। প্রোফেসরের সেই প্যাপিরাস লিপি।
তবে বৃথা পরিশ্রম। সেটা সুরক্ষিত আছে আমার মোজার আড়ালে!
শাবাশ, তবে এটা সাধারণ নয়।
এটা আমাদের কালপ্রিটদের কাছে নিয়ে যেতে পারে।
আবার কে এল?
ঠক ঠক
গুড ইভনিং জেন্টেলমেন। এনি প্রবলেম?

আপনাকে ঠিক চিনতে পারলাম না!
অধমের নাম জাঁ পিয়ের্দা। পাশের রুমে আমি আছি, এখানে গোলযোগ শুনে...
আরে, আসুন পিয়ের্দা। আপনার কথা জানি। চা খাবেন?
?!
চা নয়, তবে ব্ল্যাক কফি চলতে পারে, ধন্যবাদ।
প্রোফেসরের সাপ্লায়ার। এখানে ভাবিনি!
দুনিয়াভর আমি ল্যাবরেটরিতে অ্যাপারেটাস সাপ্লাই করি। গোমেজকেও। কিন্তু এখানে আটকে গেলাম। গোমেজ যেভাবে সর্পদেবী টা-এর কোপে পড়ে গায়েব হয়ে গেল! ভেরি স্যাড। আবার তোমাদের রুমেও তো শুনছি...
টা মনে হয় এই প্যাপিরাস লিপিটাও খুঁজছেন।
?!
সর্পদেবী টায়ের ব্যাপারটা জানো না বোধ হয়। এখানে সবাই মানে। দূর করো ওটাকে। ওসব অভিশপ্ত!
এটা ডাঃ গোমেজের আমানত। কিন্তু একটা পুরনো পুঁথির কী শাপ থাকতে পারে?
আরে গোমেজও তাই ভুল করেছিল। কেন ঝামেলায় যাচ্ছ? ফেলে দাও।
আলাপ করে ভাল লাগল মিঃ পিয়ের্দা।
ওসব জিনিস থাকে না ভাই। হারিয়ে গেলে আপশোস কোরো না!

ওকে ওসব বলতে গেলি কেন? ওই সরিয়ে ফেলেছে লিপিটা।
পরের দিন
?!
নীলটা বড্ড ঝামেলায় জড়ায়।
ট্যাক্সি...
আমরা যাচ্ছি কায়রো মিউজ়িয়ামের কিউরেটর মিশর বিশেষজ্ঞ ডাঃ আদেল আল নাসের-এর সঙ্গে দেখা করতে।
আম-এন-আটন আর সর্পদেবীর ব্যাপারটা জানা যাবে।
ওই যে মিউজ়িয়াম এসে গেছে। জগাদা তোমার ক্যামেরাটা রেডি রেখো।
?!
এখানকার প্রত্নবস্তুর কালেকশন দেখলে তুমি চমকে যাবে।
হ্যাল্লো নীল, কেমন আছ?
দারুণ, ডাঃ নাসের।

আসলে আমরা আপনার কাছে কিছু জানতে এসেছি।
আমার শিক্ষক প্রোফেসর গুঁইয়ের মৃত্যুর খবর পেয়েছি। এটা খুবই বেদনার।
কিন্তু তোমরা এসেছ, আমি খুব খুশি। বলো, কী করতে পারি তোমাদের জন্য?
আম-এন-আটন সম্বন্ধে বলুন।
আম-এন-আটন, আচ্ছা!
NIKE
ওঁর সম্বন্ধে খুব কমই জানা যায়।
কেন ডাক্তার নাসের?
আসলে ওই ব্যক্তিটির সঙ্গে এক অতীত অভিশাপের ভয় জড়িয়ে আছে। লাইব্রেরি রুমে এসো।
চলুন ডক্টর নাসের।
এখানে কিছু পাচ্ছি নীল।
আমাদের পিছিয়ে যেতে হবে ঠিক চার হাজার বছর আগের প্রাচীন মিশরে। তখন অষ্টাদশ রাজবংশের শাসন চলছে।
আচ্ছা?
ENCIC EGYP
আর তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই ব্যতিক্রমী ফারাও মেম ফেরতাত-এর সঙ্গে।

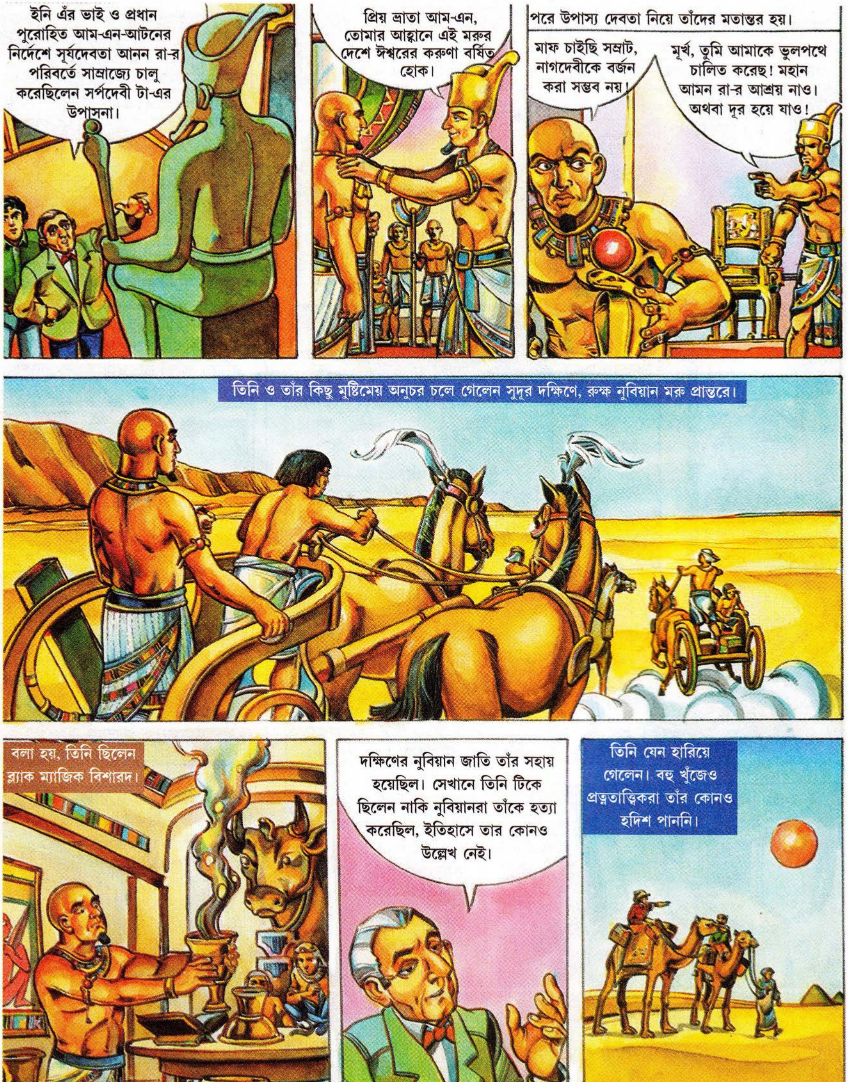

ইনি এঁর ভাই ও প্রধান পুরোহিত আম-এন-আটনের নির্দেশে সূর্যদেবতা আনন রা-র পরিবর্তে সাম্রাজ্যে চালু করেছিলেন সর্পদেবী টা-এর উপাসনা।
প্রিয় ভ্রাতা আম-এন, তোমার আস্থানে এই মরুর দেশে ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হোক।
পরে উপাস্য দেবতা নিয়ে তাঁদের মতান্তর হয়।
মাফ চাইছি সম্রাট, নাগদেবীকে বর্জন করা সম্ভব নয়!
মূর্খ, তুমি আমাকে ভুলপথে চালিত করেছ! মহান আমন রা-র আশ্রয় নাও। অথবা দূর হয়ে যাও!
তিনি ও তাঁর কিছু মুষ্টিমেয় অনুচর চলে গেলেন সুদূর দক্ষিণে, রুক্ষ নুবিয়ান মরু প্রান্তরে।
বলা হয়, তিনি ছিলেন ব্ল্যাক ম্যাজিক বিশারদ।
দক্ষিণের নুবিয়ান জাতি তাঁর সহায় হয়েছিল। সেখানে তিনি টিকে ছিলেন নাকি নুবিয়ানরা তাঁকে হত্যা করেছিল, ইতিহাসে তার কোনও উল্লেখ নেই।
তিনি যেন হারিয়ে গেলেন। বহু খুঁজেও প্রত্নতাত্ত্বিকরা তাঁর কোনও হদিশ পাননি।

এখানে একটা অদ্ভুত প্রবাদের উল্লেখ আছে। তিনি নাকি মৃতের দেবতা আনুবিসের কৃপা লাভ করে মৃতকে জীবন্ত করতে পারতেন!
কী বলছেন ডক্টর!
এই মান্ধাতার আমলের লোকটিকে কী প্রয়োজন সাংবাদিক সাহেবের?
পাশের রুমটা থেকে কয়েকটি শট নিয়ে আসি রে।
এ যে এলাহি ব্যাপার! হাজার জোড়া চোখ যেন আমাকেই দেখছে!
চুলোয় যাক ছবি। মূর্তিগুলো এমনভাবে তাকিয়ে আছে যেন জীবন্ত! কেটে পড়াই ভাল!
আঁক, এ কী! এ যে জ্যান্ত!
ইয়াপ!
ফারাও সোজা চলে গেলেন।
বা চা ও!

কী ব্যাপার?
কী হয়েছে জগাদা?
ওফ!
পাশের ঘরের মমিগুলো সব জ্যান্ত হয়ে পালাচ্ছে যে ভাই!
মমি! জ্যান্ত? হাঃ, হাঃ, হাঃ, পালাচ্ছে! হাঃ, হাঃ, হাঃ।
?!?
এটা কি হাসির ব্যাপার?
আসল ব্যাপারটা দেখে যাও।
না, না, যাব না!
?!
এই যে ফারাওদের ঘর।
নীল, আমি যা দেখেছি, তুইও কি...
সত্যিই ডক্টর। এরা নিশ্চয়ই আসল নয়!
ঠিক তাই। এরা বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে এসেছে! এই সংস্থার সবাই নিজেদের প্রাচীন মিশরের লোক মনে করে। এখানে চৈনিক থেকে নিগ্রো, অনেক
ধরনের লোকই আছে। আর এদের সূত্রে অনেক বিদেশি মুদ্রাও আসছে এদেশে।

নিজেদের প্রাচীন অস্তিত্বের ব্যাপারে এরা বেশ গোঁড়া। সত্যি বলতে কী, আমরাও এদের ঘাঁটাই না!
সত্যি, বিপজ্জনক!
শুনেছি স্যার লরেন্স হিগিন্স..
কে? হায়ারোগ্লিফিক ভাষাবিদ?
হ্যাঁ, উনি ইজিপ্টেই কার্নাক টেম্পল-এ আছেন কী এক গবেষণার কাজে।
এবার তা হলে কার্নাক মন্দিরে?
হুপ!
এ যে বাপু থামের জঙ্গল!
হ্যাঁ, এই বেলেপাথরের মন্দির সূর্যদেবতা আমন রা-র। প্যাপিরাস-পুঁথির অনুবাদক ইজিপ্টোলজিস্ট স্যার হিগিন্স এখানেই এসেছেন। ওঁর কাছেও কিছু সূত্র পাওয়া যেতে পারে।
ওঁকে চিনিস?
হ্যাঁ, ছবি দেখেছি।
পুঁথির ব্যাপারটা শয়তানগুলো জানল কীভাবে?
মাঝখানে হিগিন্স আছেন ভাবছিস?
দুর্বোধ হায়ারোগ্লিফিক পাঠোদ্ধারে ওঁর বিশেষ অবদান আছে। এই শিলালেখের কোথাও ওঁকে পাব।
তাই ভাবছিস!

প্রোফেসরের অন্তর্ধান আর পুঁথিটার বিশেষত্ব জানা যাবে হিগিন্‌সকে খুঁজে পেলে।
নীল, ওই কমপ্লেক্সটায় একটা আর্তনাদ!
আ আ
এখনই গেলে হয়তো বাঁচাতে পারব। জলদি জগাদা।
!!
আ আ
এখানে একজন মাঝবয়সি লোক জখম!
ওই যে আততায়ী, পালিয়ে যাচ্ছে!
সর্বনাশ, এ যে স্বয়ং প্রোফেসর গোমেজ! সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে!
এর কাছে একটা নোট নেওয়ার খাতা!
এ কী! এ যে স্যার লরেন্স হিগিন্‌স!
স্যার হিগিন্‌স!
কে তুমি? আমি মারা যাচ্ছি। সবাই আমাকে গবেষক বলেই জানে। তবে আমি বহুদিন এক আন্তর্জাতিক অপরাধ চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি।
কিছুদিন আগে ডাঃ গোমেজ নামে এক ভারতীয় বিজ্ঞানী এলেন এক অদ্ভুত প্রাচীন মিশরীয় পুঁথি নিয়ে। পুঁথিটা একজন প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিতের মানব-ক্লোনিংয়ের উপর গবেষণার এক অবিশ্বাস্য ডায়েরি।
কিছুদিন পরে ওরা এল, আর-একটা অদ্ভুত পুঁথি নিয়ে।
লরেন্স, একটা আবদার রাখতে হবে। আর-একটা পুঁথি পেয়েছে ছেলেরা, এটাকে...
কিন্তু এটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। উদ্ভট সব সাংকেতিক লিপির মানে কী?

এটা তবে চুরি যাওয়া পুঁথিটা!
লরেন্সের জন্য আমিও খানিকটা দায়ী। চুরি যাবে আন্দাজ করেই আমি মূল পুঁথিটার জায়গায় একটা নকল রেখে দিয়েছিলাম, যার পাঠোদ্ধার আপনি করতে পারেননি।
সব কিছুর জন্য আমিই দায়ী। আর তার খেসারত দিতেই আমি মারা যাচ্ছি...
স্যার লরেন্স মারা গেছেন। গোমেজ ওঁকে খুন করেছেন।
আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।
নীল, দ্যাখ!
ওই মার্কিন ছোকরাটাকে দ্যাখ!
হ্যাঁ, অবিকল তোমার প্রতিরূপ। দুটো আলাদা লোকের চেহারা অবিকল এক হতে পারে! প্রোফেসর গোমেজের ক্ষেত্রেও আমার ধারণা, সেটাই হয়েছে!
যে প্রোফেসর ভদ্রলোক আমাদের সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছিলেন, তিনি আর এই হত্যাকারী গোমেজ এক ব্যক্তি হতে পারেন না।
তা হলে এই নকল গোমেজটা কে?
ভুতুড়ে ব্যাপার নীল! আরে, ওটা সেই হলিউডি মাসকুলার হিরোটা না?
ঠিক!
হ্যালো, মিঃ রোনাল্ড বার্জেনগার, মুড অফ কেন?
অ্যাঁ, কে? তোমরা! যা ঝামেলায় পড়েছি!
জাদুকর সিডনির সঙ্গী হয়ে এসেছি এখানে। পিরামিড অদৃশ্য করার খেলা। কিন্তু কাল রাতে ও নিজেই গায়েব! পাশাপাশি দুটো রুমে আমরা ছিলাম।
রাতে উঠেছিলাম। ঘরে ঢোকার সময় দেখলাম,. ওর রুম থেকে দুটো বাজমুখো আর শেয়ালমুখো দেবতা নিয়ে একটা মমি!

রাতে আর সাহস পাইনি। সকালে ওর ঘরে গিয়ে টিকিটাও খুঁজে পেলাম না!
সেই উটওলার কথাটাই সত্যি হল তা হলে!
একটা চিঠি পেয়েছি ওর রুমে। চিঠিটা আমার জন্য। দ্যাখো!
THE NEXT IS YOU— TA
আরে আমাকে ছেড়ে দাও!
ওর রুমে চলো তো!
!
ধস্তাধস্তির চিহ্ন! জিনিসপত্র ছড়ানো!
সব গায়েব!
এই ঢাকা দেওয়া ঝুড়ির মধ্যে নিজেকে গায়েব করে ফেলেনি তো হতভাগা জাদুকর?
!?
ব্বাস রে! এটা কী?
ফুট
?
এই হলদে রুমালটা বাস্কেটে ছিল। এটায় ক্লোরোফর্মের গন্ধ! এবার বুঝলেন!
আচ্ছা, কিডন্যাপড!
গন্ধটা যেন কীরকম!
একটু শুঁকে দেখি! উফ!
নীল, ওই ছোরাবেঁধা জোকারটাকে দেখেছিস?
লাট্টু!

ওকে গেঁথে ফেলেছে!
আরে, এটা একটা ডামি। ছোরার খেলা দেখানোর জন্য।
এই রে, লাট্টুটা রুমাল শুঁকে ঘুমিয়ে পড়েছে! জগাদা ওকে ধরো!
কিন্তু সিডনি? আমি যে ওর স্পনসরার!
চিন্তা নেই, মনে রেখো সর্পদেবী টা ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করেন না।
হাই!
তুমি! সেদিন যাওয়ার পরেই পুঁথিটা...
ডোন্ট ওয়রি ব্রাদার। বললাম না, ওসব থাকে না!
এসো মঁসিয়ে জগা, তুমি ভাল লোক। আমার মতোই। এসো কফিশপে আড্ডা দিই। ইজিপ্টে প্রথম তো!
হেই, আমিও আসছি।
তুমি জানো?
নাও, কফি খাও। আমি বহুবার এসেছি এদেশে। এখানকার অদ্ভুত ব্যাপারস্যাপারগুলো ভাল জানি। ইজিপ্টের বিষয়ে আমাকে তুমি অথরিটিও বলতে পারো।
ফরাসিরা সব সময় একটু এগিয়ে আমি জানি!
তাই নাকি?
এই তো, আমার লাস্ট রিলিজ় বিগ বাজেটের বই 'বুলফাইটার' ভাল চলেনি। কিন্তু প্যারিসে গিয়ে সেটা হয়ে গেল সুপার ফ্লপ! তাই বলছিলাম...
না, না পরদার নয়, আমি বাস্তবের ঘটনা বলছি। প্রাচীন মিশরের দেবতারা চান না তাঁদের জিনিসপত্রে কেউ হাত দিক। যদি কেউ দেয়, তাঁদের রোষে পড়বে। কেন, তুতানখামেনের ব্যাপারটা জানো না?
!!
সেদিন এখানে বসে এক নিরীহগোছের ইজিপশিয়ানকে খুব চাল দিচ্ছি। বললাম...
আমি একজন মিশর-বিশেষজ্ঞ। অনুবিস কে চেনো? শেয়ালদেবতা!
বটে?
দ্যাখো তো, অনেকটা এইরকম কি না?
!!

তুমি মনে হয় আমার কথাই বলছ!
সুতরাং, একটা কথা জেনে রাখবে ভাইসব...
এখানকার কে যে আদত মানুষ, আর কে নয়, তা বোঝা দায়। তাই বলছিলাম...
অ্যাঁ!
BELLY DANCE
কী দরকার ওসব ঝামেলার জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করে? তার চেয়ে টপ ফ্লোরে চলে যাও, চমৎকার ড্যান্স হচ্ছে!
রাতে শোয়ার আগে
কী ঝামেলার জায়গায় এলাম রে বাবা! সর্পদেবী, শেয়ালদেবতা!
শুয়ে পড়ো জগাদা!
এই বিদেশিটা মন্দির-চত্বরে ঘুরছিল মহারাজ!
পিরামিড নোংরা করে রেখেছে!
বটে!
এঃ, এটা সকালের ব্রেকফাস্টের পক্ষে বড্ড হাল্কা!
বাঁচাও
স্ফিংস খেয়ে ফেলল!
ইয়াপ!
দুঃস্বপ্নে জগাদা ও লাট্টুর ঘুম ভেঙে গেছে
ওহো লাট্টু, তুইও বোধ হয় ওই জঘন্য স্বপ্নটা দেখেছিস!
ইয়াপ!

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্‌স **মরুভূমির অভিশাপ** সপ্তম কিস্তি এই সংখ্যায় গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

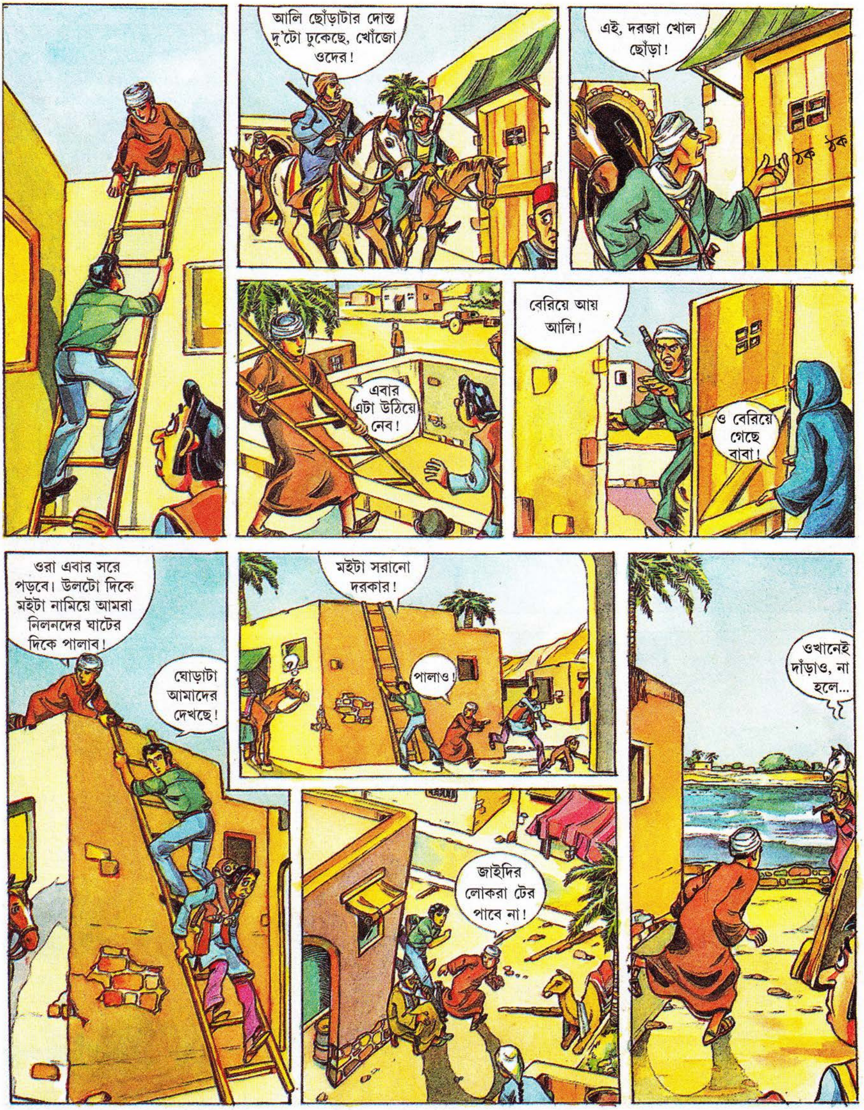
আলি ছোঁড়াটার দোস্ত দু'টো ঢুকেছে, খোঁজো ওদের!
এই, দরজা খোল ছোঁড়া!
ঠক ঠক
এবার এটা উঠিয়ে নেব!
বেরিয়ে আয় আলি!
ও বেরিয়ে গেছে বাবা!
ওরা এবার সরে পড়বে। উলটো দিকে মইটা নামিয়ে আমরা নিলনদের ঘাটের দিকে পালাব!
ঘোড়াটা আমাদের দেখছে!
মইটা সরানো দরকার!
পালাও!
জাইদির লোকরা টের পাবে না!
ওখানেই দাঁড়াও, না হলে...

বেশ!
জানি, তোমরা নদীপথে পালাবে! তাই অপেক্ষা করছিলাম!
তোমাদের যেতে হবে সর্দারের কাছে। একটা বুড়োও আটক আছে, তোমাদের সঙ্গী হবে বলে! আমাদের ফেরত দেবে সেই জিনিসটা,
যেটা তোমরা চুরি করেছ আমাদের দেশ থেকে! নাও, চটপট হাত ওঠাও!
এই পর্যন্ত সব ঠিকই করেছ। কিন্তু তোমার পিছনে দেখেছ?
কে আবার পিছনে!
ব্যস, ওতেই হবে!
আঃ!
দুঃখিত, তুমিই হাত তুলতে বললে কিন্তু!
সর্দারকে বোলো, আমরা চোর নই। জলদি বলো, বুড়োটাকে কোথায় আটকে রেখেছ!
ও আবু সিম্বেলে বন্দি। পিয়ের্দার লোকজনও ওদিকে গেছে, কারণ, বুড়োটা সব জানিয়ে দিতে রাজি হয়েছে।
প্রোফেসর তা হলে বন্দি!
গোমেজের নকলটি তোমাদের সঙ্গে ভিড়েছে। তুমিও আটক থাকো!
আবু সিম্বেলে যাওয়ার রাস্তা আছে।
আবু সিম্বেলে যাওয়ার জন্য ‘হেকটান’দের একটা জাহাজ ছাড়ে। তোমরাও ওদের দলে ভিড়ে চলে যাও। আমিও পৌঁছে যাব।
কিন্তু এদের সঙ্গেই বা কেন?

বাবা বেন-এর কথাটা মনে আছে?
"খুঁজে দ্যাখো ইতিহাসের ভিড়ে," আরে তাই তো!
একটা আধুনিক জলযানকে এরা প্রাচীন চেহারা দিয়েছে। কিন্তু এই পোশাকে এদের সঙ্গে মিশে যাওয়া কঠিন হবে!
চিন্তা নেই সাহেব। এই দোকান থেকে প্রাচীন পোশাক ভাড়া পাওয়া যাবে!
ইজিপ্টের পোশাক শেষ। আছে গ্রিক আর রোমান।
এই মান্ধাতার আমলের পোশাকে নিজেদের যা দেখাচ্ছে না!
সাহেব, আবু সিম্বেলে দেখা হবে।
জোরে!
জগাদা, সাবধানে!
আস্তে!
যাত্রী-তালিকায় দু'জন রোমান! রোমানদের আমার পছন্দ নয়, হুম!
পাল গোটাও, পিছিয়ে যাচ্ছি যে!
ঐতিহাসিক যাত্রা। খুব মজাদার হবে জগাদা!
কোনও সোনালি চুলের মেয়েকে দেখেছ?
ফারাওয়ের বাবুর্চি!
না তো!
আমাকে চেনো?
নীল, শিগগির!
নীল, ওই মেয়েটা!
যদি ভুল না করি, ও নিশ্চয়ই প্যাট্রিসিয়া!
কে তুই ফারাওয়ের কাছে যাচ্ছিস?

কে তুমি বিদেশি? তোমাকে চিনি না!
এই পাগলদের আড্ডায় তুমি কী করছ প্যাট্রিসিয়া?
প্যাট্রিসিয়া, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? নাকি এরা তোমাকে সম্মোহিত করেছে!
চোপ!
ওদের কী হল?
এদের নীচের কেবিনে রাখা হয়েছে প্রভু। আবু সিম্বেলে পৌঁছে চটপট মমি বানিয়ে ফেলা হবে!
এটা কেমন হল নীল!
প্যাট্রিসিয়ার উপর ক্লিওপেট্রা!
আমরা এখানে বন্দি। তবে বাবা বেন ঠিকই বলেছিলেন!
উপরের ঢাকনাটা কেউ সরাচ্ছে! রুখতে হবে!
এই টিনের তরোয়াল দিয়ে!
চুপ, চারদিকে পাহারা। তখন চিনলে ওরা আমাকেও ছাড়ত না!
তোমরা ঠিক আছ?
!!
এটা কেমন ঠাট্টা প্যাট্রিসিয়া?

এখানে আসার পরই পিয়ের্দার লোকরা ভয় দেখাচ্ছিল। তাই ক্লিওপেট্রার বেশে হেকটানদের মধ্যে মিশে গেলাম। এদের কেউ ঘাঁটায় না। তবে, বাবার একটা ডায়েরি পেয়েছি, যাতে সব স্পষ্ট লেখা আছে।
বলো, ক্লিও-প্যাট্রিসিয়া!
সব ঘটনা খুলে বলো!
আম এন আটন জাদুকর নন, ছিলেন একজন মহান জীববিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ক্লোনিং। তাঁর অসমাপ্ত গবেষণা নিয়েই বাবা কাজ শুরু করেন। দেহকোষ ভ্রূণে
সংস্থাপন করে আশ্চর্য এক
তাকে বাবা বাড়িয়ে তোলেন তরলে ভর্তি কৃত্রিম আধারে!
কিন্তু পূর্ণতা পাওয়ার পরই সে এক নিদারুণ আক্রোশে...
সরিয়ে ফেলতে চাইল তার স্রষ্টাকে। তারপর পালিয়ে গেল!
এর পর বাবা কক্ষটা বন্ধ করে দেন!
জ়াঁ এক্সপেরিমেন্টের ব্যাপারটা জানতে পেরেছিল! সে চাইছিল প্রযুক্তিটা। ক্লোন করা মানুষটা চাইছিল বাবাকে সরাতে! ওরা বাবাকে আটকে রাখল ওই প্রাচীন পিরামিডের কাছাকাছি কোথাও!
!!
বাবা রাজি না হওয়ায় বাবাকে ভয় দেখাতে আমাকে, সেইসঙ্গে তোমাদেরও ডেকে আনল!
রানি। আপনি এখানে! বিদেশিদের সঙ্গে!
!!

ওরে রোমান কুকুর, তোকে ছিঁড়ে ফেলব!
তারপর...আঁক! এ কী! ছেড়ে দে!
তোমরা ক্লিওপেট্রাকে ভালই চেনো।
এবার সিজ়ারকেও চিনে নাও! জগাদা রেডি!
বাইরে পোশাক-বিক্রেতাদের নৌকো দেখে এসেছি আমরা। ওটায় চেপে চলে যেতে পারি ছদ্মবেশ ছেড়ে!
জগাদা, লাট্টু বেরিয়ে এসো।
ও ভাই ডিঙিওলা, আমাদের নিয়ে যাও!
সিঁড়ি নামা নীল, ওরা দেখার আগেই!
আপনারা নেমে আসুন।
এখান থেকে আপনারা আসওয়ান যাওয়ার টাঙা পাবেন।

এখান থেকে আমরা আসওয়ান যাব।
সেখান থেকে আবু সিম্বেলে। ওখানে আলি অপেক্ষা করবে।
লাঞ্চের এই প্যাকেটটা ওদের টেবিলে রেখে এসো। সাবধান, এতে বিস্ফোরক আছে।
বেশ।
লাট্টু, একটু ঘুরে নে!
প্যাকেটটা এখানে রেখে সরে পড়ি!
লোকটা হুঁকো খেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু লাঞ্চ প্যাকেটের খাবার খাচ্ছে না!
বাপ রে, ফেলে আসতে পেরেছি!
কেমন ভুলো লোক, খাবারের প্যাকেটটা ফেলে পালাল! ও মশাই, শুনছেন?
ব্যাটা শুনতে পাচ্ছে না!
সাহেব ইনাম দেবে!
এখানেই ঢুকল! যাক এটা রেখে যাই!
জগাদা, তুমি ব্যস্ত হয়ে কোথায় ছুটলে?
আর বলিস না, এক হাঁদা খাবার ফেলে গিয়েছিল! পেয়ে নিশ্চয়ই খুশি হয়েছে!
এতক্ষণে ওরা উপরে!
চমৎকার কাজ! আঁক, ওটা এখানে এল কী করে?
দুড়ুম
হতভাগা, সব ভণ্ডুল করে এখন আবার কোলে চড়ে বসা হয়েছে!!
কী করে হল!

বিস্ফোরণ কিসের?
তার মানে, পিয়ের্দার লোকরা আমাদের কাছেই আছে! এবার চলো।
যাক, আলি এসে গেছে। খাবার, জল, ফারাওয়ের মুখোশ, আর সব কিছু এনেছ তো? আমাদের যাত্রা কিন্তু খুব কঠিন!
হ্যাঁ, সাহেব। আমার আব্বার করা পিরামিডে পৌঁছনোর সেই নকশাটাও এনেছি।
নদী পেরোতে হবে তো?
হ্যাঁ, নিলনদের ওধার থেকে ক্যারাভানের রুট পাব।
কর্তা, তোমার নৌকোয় আমাদের কাসর-এর উজানে পৌঁছে দাও!
নিলনদের বাঁক পেরিয়েই কাসর এল জেবেল-এর খাঁড়ি। ওখানে ক্যারাভান পাবে।
নিলনদের বাঁক ওই তো!
প্যাপিরাসের জলার ধারে কাল এসো, ফিরব।
আর কদ্দুর, নীল!
এখানে উট পাওয়া যাবে।
উট? না রে বাপু, আমার উট, হাতি পোষাবে না!
ভয় নেই জগাদা, উঠে পড়ো।
উটে ওঠা কিন্তু সহজ নয়!
প্রথমে সামনে, তারপর...
সেরেছে! উড়বে নাকি!

বাবা নিশ্চয়ই ঠিক আছেন। নীল, আমরা এই বালির সমুদ্রে কীভাবে পথ চিনব?
আগের ক্যারাভানের চলার চিহ্ন দেখে আমাদের যেতে হবে। আমরা সুদানের খুব কাছে নুবিয়ান ডেজার্ট দিয়ে চলেছি।
জায়গাটা মারাত্মক। জিনদের আস্তানা! চোরাবালি আর গোলকধাঁধায় ভরা। এ ছাড়া এলোমেলো ঝড়ে দিক ভুল হয়ে যায়। নকশায় এটা সেই হারানো পিরামিড, যেটা বালির স্তরে ঢাকা পড়েছিল! বাঁ দিকে এল এডেনের পাহাড়...
নীল, সিডনির খোঁজে চললাম!
সাবধান বার্জেনগার, এখানকার ঝড় ভয়ানক!
নকশা অনুযায়ী এই ঢাল দিয়ে নেমে সমতল দিয়ে চলো।
উটগুলো এরকম করছে কেন আলি?
সর্বনাশ সাহেব, হাওয়ায় ধুলোর গন্ধ। মরুঝড়!
উটগুলোকে থামাও, আর বসে পড়ো শিগগির!
এর কি শেষ নেই?
উঠে পড়ো ভাইসব, ঝড় থেমে গেছে।
ঝড়ের মধ্যে পথ হারিয়েছি জগাদা, চলার নিশানাও ঢাকা পড়ে গেছে।
আরে! একজন অশ্বারোহী! ফলো হিম!
পৌঁছে গেছি। এটা অনেকটা মেক্সিকান জিগগুরাটের মতো। ক্যানাল করা স্টেপ পিরামিড। কাছে কারা যেন তাঁবু গেড়েছে!

ধারাবাহিক রঙিন কমিক্‌স **মরুভূমির অভিশাপ** শেষ কিস্তি এই সংখ্যায় গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

উঃ!
নীল, সাবধান!
তাড়াহুড়ো কোরো না, হয়তো বেঁচে যাবে!
চেষ্টা করছি!
বাঁচাও আমাকে!
ভয় নেই, বেঁচে গেছ।
তোমাকে আটকে রাখতে হচ্ছে!
তোমাদের বন্দি করতে হত, যেটা আমার মোটেই পছন্দ না!
এটা নিশ্চয়ই প্রোফেসরের তাঁবু। সব পাহারাদারই ঘুমোয় দেখছি!
নীল!
আপনাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে!
তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। তোমার কাছে যে মূল পুঁথিটা দিয়েছি, সেটা ফেরত দাও। আমরাই গোপনে পিরামিডের ভিতরে গিয়ে প্রচুর...
ধনরত্ন পেয়ে যাব। নাও, চটপট করো।
তুমি মোটেই প্রোফেসর নও! তবে আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারোনি, তাই না?
প্রোফেসরের চশমায় পাওয়ার। তোমার নেই।
প্রোফেসর লোভী নন। তুমি নিশ্চয়ই সেই ক্লোন! বলো প্রোফেসর কোথায়?
পালিয়েছে!
আরে নীল, উটগুলো আছে, কিন্তু ওরা কোথায়?
ঠিক তো!
এই অন্তহীন মরুভূমিতে কোথায় ওদের খুঁজবি নীল?
কিন্তু চেষ্টা তো করতেই হবে জগাদা!
এই দড়ি আটকাতে পারবে না।
ফট্
ফট্
ফট্
এটা জিনদের এলাকা। ওরা পথিককে পাতালে নিয়ে যায়!
সতর্ক থাকি!
এটা জিনের গর্ত নাকি?
জগাদা এগোতেই...
ওরে নীল গেলাম!
পড়ে গেল অনেকটা নীচে।
ওঃ!

ওঃ, জগাদা তুমি ঠিক আছ?
জগাদা!
একটা সিঁড়ি বেরিয়ে পড়েছে নীল!
মনে হচ্ছে পিরামিডের সেই...
গোপন প্রবেশপথ! দাঁড়াও, আলোটা জ্বালি!
জিনদের নয়?
পিরামিডের রাস্তা থাকত লুকনো। কারণ, এখানে...
রাখা থাকত প্রচুর সম্পদ!
সর্দার, তোমার ভাই আবু
ডাক!
ওদের দেখেছি ভাইজান। ওরা কিন্তু খারাপ নয়, আমাকে বাঁচিয়েছে!
তোমার পরামর্শ চাইনি!
এখান থেকে গিয়ে ভুল করেছি আলি?
ওরা এসেছিল। আবার ফিরেও গেছে।
যেখান থেকে পারো বিদেশিগুলোকে ধরে আনো!
সর্বনাশ, জাইদির লোকেরা...
আমাদের উটগুলো খুঁজে পেয়েছে! এবার আমাদের পালা!

টানেল জগাদা, এই রাস্তাটা আমরা...
এটা একটা...
মিলিয়ে নেব, এই পুরনো নকশাটার সঙ্গে।
আইসিসের মূর্তির পাশে আর-একটা সিঁড়ি!
এটা চলে গেছে অনেকটা উঁচুতে।
একটা হলঘর। অতীতে নুবিয়া ছিল মিশরের স্বর্ণের জোগানদার।
তার প্রমাণ এই ঘরটা। সোনায় ঠাসা। আমরা পিরামিডের চুড়োর কাছাকাছি।
ছবি নেওয়া যাক।
পালাতে পারবি না গোমেজ়!
আমার ক্লোনটা দানব হচ্ছে!
ওরা চলে গেছে। একটা গর্ত আলি!
সর্দার, এরকম খোঁজাখুঁজি করলে ওরা সোনা নিয়ে ভেগে যাবে। আমরা মাছি তাড়াব!
!!
চটপট মেমসাহেব, একজন আসছে!
যে করেই হোক পালাতেই হবে!
নীলরা এখানেই নেমেছে। আমিও যাচ্ছি। নজর রেখো!
এটা মমির কক্ষ!
এ কোথায় নিয়ে এলি ভাই!!

চটপট জগাদা!
যেতেই তো চাচ্ছি, কিন্তু এই মমিটা কেমন ...
যেতে দাও, সোনা আমার!
পথটা সংকীর্ণ...
আর খাড়া উঠে গেছে।
একটা ছোট্ট লাফ...
আর কত দূর বাপু?
ইয়াপ!
এটাই সেই কক্ষ, আমরা যার খোঁজ করছি! পুরোহিত আম-এন-এর পরীক্ষাগার!
পথটা অস্বস্তিকর!
ওই হাঁদা সর্দারটাকে দিয়ে হবে না। আমাদেরই কোনও রাস্তা নিতে হবে!
নাগদেবীর চিহ্ন! কিন্তু দরজাটা...
ওটা খোলার চাবি। এই যে আমার লকেটটা!
প্যাট্রিসিয়া!
দারুণ, এটা খুলে গেছে!
?!
ভিতরে কী আছে?
পাবলো, যেখানেই থাকো ধরা দাও। তোমার মেয়ে বন্দি।
প্রতারণা! আমি কোনও মিথ্যাভাষণ সহ্য করব না!
সর্দার, খেলাটা জমবে এবার!
জাঁ, আমার মেয়ে কোথায়?
হাঃ হাঃ হাঃ, পথে এসো বাছাধন!

প্যাট্রিসায়া! কোথায় রেখেছ তাকে?
বেশ, বন্ধু গোমেজ়! আগে ক্লোনিং প্রযুক্তিটা জানাও!
সাদাগুলো বন্ধুত্ব রাখে বটে!
বুড়ো ডাক্তারকে ধরেছে!
দোহাই, আমার মেয়ে!
সারকোফেগাসটায় আম-এন আটন শুয়ে আছেন! উনিই আমাদের রক্ষা করতে পারেন!
মমিটা নড়ানো যাচ্ছে!
হি স স
লাট্টু!
হি স্স স্স
স্পিটিং কোবরা!
চোখে বিষ ছোড়ে! নাগদেবীর ব্যাপারটা ঠাট্টা না!
উঃ, আমার নাক!
সাহেবকে জানাতেই হবে! কে?
এই ছোঁড়া, নেমে আয়!
ভিতরে নামো সবাই!
ছোঁড়াটা এই পথটা দেখিয়েছে সর্দার!
মিঃ নীল, গোমেজ় আলি আমাদের কবলে। ভাল চাইলে...
নিরস্ত্র অবস্থায় সারেন্ডার করো, চটপট।
প্যাট্রিসিয়া কোথায়? যাকগে, প্রোফেসরকে খুঁজতে হবে!
তোমাকে সোনাচোর লাগছে না তো!
আর-এক প্রাচীন সভ্যতার দেশ থেকে।
আমরা সাংবাদিক এসেছি...
আসল গোমেজ়কে এবার খতম করি?
দাঁড়াও, ওটা আগে পাই!

ছেলেবেলা থেকেই জায়গাটার বদনাম শুনেছি!
এ-জায়গা এড়িয়ে গেছে সমাধি-চোররাও! এখানে জাদু আছে!
বাপরে, কত সোনা!
রেখে দে। এসব মিশরের!
কিন্তু আমার মেয়ে কোথায়? কোথায় আছে সে?
ওটা মনে হয় জাদুকরের মমি!
হ্যাঁ, ঠিকই। তবে এখানে সোনা নেই সর্দার!
এই ঘর?
প্যাট্রি-সিয়া!
সত্যি, কোথায় গেল ও?
কক্ষটা সেরকমই আছে!
সাপ!
জায়গাটা ঘিরে ফ্যালো!
তোমার গপ্পোটা শোনাও পাবলো!
পুঁথিতে উল্লেখ রয়েছে একটা আশ্চর্য ওষধিগুল্মের, যার নির্যাস থেকে পাওয়া...
নিলনদের উৎসের কাছে কোনও অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে...
তরলে পোষিত হতে পারে মানব ভ্রূণ, যেটা পাওয়া যায়...আম-এন-এরই পদ্ধতিতে ক্লোনিং শিশুটিকে তরল আধারে পূর্ণাঙ্গ করে তুললাম।
তাই করতে গিয়ে সৃষ্টি করে ফেললাম এই দানবকে...
এদিকে বাইরে..
এ কী দেখছি! এখনই সর্দারকে...
এই চাকাটা ঘুরিয়ে ওই তরল প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ওই প্রবাহে কোনও ভ্রূণ থেকে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটানো যায় অতি দ্রুত!
সর্দার, এবার এদের নিকেশ করে ফেলি!
তোমার কথায় ওদের মারব! ওই ছেলেটি একজন শত্রুকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তা ছাড়া...
ওরা সোনা নিতে এসেছে সর্দার!
যারা বন্ধুর সঙ্গে বেইমানি করে তাদের ঘৃণা করি!
সর্বনাশ সর্দার, মমি উধাও!
ঝামেলার জন্য আমরা তৈরি!
এখানেই মমিটা ছিল সর্দার! নিমেষে উধাও! এসব সেই কালো জাদুর শাপ!
সেই মমির ভূত!
চার হাজারের পুরনো ভূত!
অাঁরি অজ্ঞান
কেন আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছ?

বহু শতাব্দীর শান্তির ঘুম ভেঙে দিয়েছ তোমরা! শাস্তি, মৃত্যু অথবা বন্দিত্ব! যাও, সবাইকে বেঁধে ফ্যালো!
তাই হবে মহান আত্মা!
তাড়াতাড়ি বাঁধো! অদ্ভুত জিনিসটাকে চটাতে চাই না!
জগাদা, কাঁপছ কেন?
আমি ইচ্ছে করে কাঁপছি নাকি!
পরিস্থিতি ঘুরে যাচ্ছে, যা করার এখনই করতে হবে!
তুই মর গোমেজ!
শুয়ে পড়ুন!
হঠাৎ লাট্টু চাকাটা ঘুরিয়ে ফেলল পুরো। ফলে প্রক্রিয়াটা চালু হয়ে গেল চরম মাত্রায়।
!?
প্রবাহ চলছে দ্রুত। আধারের মধ্যে সময় যেন ছুটছে, যৌবন থেকে বার্ধক্যের পথে।
চামড়া কুঁচকে যাচ্ছে!
নীল, এখন যে-কোনও জৈব বস্তু ওই তরলের সংস্পর্শে এলে ধ্বংস হয়ে যাবে!
আঁ—আঁ!
আঁ—গ—র—হ
কেন ওকে সৃষ্টি করেছিলাম!
সৃষ্টি, ধ্বংসে হাত দিতে নেই!
অদৃশ্য হয়ে গেছে!
আর মমির দরকার নেই প্যাট্রিসিয়া!
!!
সাদাটাকে রেখে যাব?
ওকে পুলিশে দিতে হবে! মহান জাদুকরের শান্তির স্থানে ও একটা উপদ্রব!
ভীষণ ঝড় আসছে!
এটা কী রে আলি?
দ্যাখো, এই মূর্তিগুলো ওরা পাচার করত!
বার্জেনগার মরুঝড়ে পথ হারিয়েছিলেন। আমি ওঁর...
সিডনি আমাদের কাছেই!
এই অভিযানের জন্য সরকার থেকে আর্থিক পুরস্কার পাবে তুমি।
কোনও মরুঝড়ে হয়তো এই পিরামিড হারিয়ে যাবে!
ভেবে দেখলাম পিটিই আমার সেরা উত্তরাধিকারী। আম-এনও নিশ্চয়ই তাই অনুভব করেছিলেন। তাঁর আত্মা চান না, কেউ তাঁর শান্তি বিঘ্নিত করুক!
টিক টিক টিক
সমাপ্ত